মুরগি চুরির অভিযোগে পিটিয়ে খুন কিশোরকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ মুরগি চোরের তকমা পেয়ে প্রতিবেশীদের হাতে গণপিটুনিতে প্রাণ গেল এক কিশোরের। পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি থানা এলাকায় পাশবিক এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলেও গণপ্রহারের ঘটনার অপর দুই অভিযুক্ত এখনও পলাতক। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ওই কিশোরের নাম গোকুল সিং মুড়া (১৭)। বাঘমুন্ডি থানার বুড়দা কালিমাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বুড়দা গ্রামে তার বাড়ি। ঘটনাপ্রসঙ্গে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার এই গ্রামের বাসিন্দা অজিত সিং মুড়ার একটি মুরগি হারিয়ে যায়। রাত পর্যন্ত খোঁজ করেও মুরগির কোন সন্ধান পাননি তিনি। এরজন্য প্রতিবেশী কিশোর গোকুল সিং মুড়াকে তিনি চোর সন্দেহ করেন। তার বিশ্বাস ছিল ওই কিশোর তার মুরগি চুরি করে খেয়ে ফেলেছে। তাই পরের দিন শুক্রবার বিকালে গ্রামেরই দুই ব্যক্তি লালসাই সিং মুড়া ও সুরেন মুড়াকে সঙ্গে নিয়ে গোকুলের বাড়িতে যায় অজিত সিং মুড়া। ওই কিশোর ও তার বাড়ির লোকজনদের কাছে মুরগির ক্ষতিপূরণ দাবি করে অজিত। কিন্তু গোকুল জানায় সে, মুরগি চুরি করেনি। তাই নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে সামান্য বচসা হয়। এর পরই গোকুলকে হাত-পা বেঁধে অজিত লালসাই ও সুরেন লঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করতে থাকে বলে অভিযোগ। কিশোরের বিধবা মা ছেলেকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলেও মারমুখী ওই তিনব্যক্তির কাছে পেরে ওঠেননি। মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে থাকে কিশোরের। একসময় সে ঝিমিয়ে পড়লে অবস্থা বেগতিক বুঝে অজিতরা পালিয়ে যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই কিশোরকে চিকিৎসার জন্য বাঘমুন্ডির পাথরডি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা গোকুলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মর্মান্তিক খুনের ঘটনার খবর পেয়ে এই থানারই পগরডি গ্রামের শ্বশুরবাড়ি থেকে ছুটে আসেন মৃত কিশোরের দিদি চামেলী সিং মুড়া। তাঁরও অভিযোগ থানায় অজিত লালসাই ও সুরেন সিং মুড়ার বিরুদ্ধে ভাইকে খুনের অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতেই গ্রামেরই দুই ব্যক্তি লালসাই সিং মুড়া ও সুরেন মুড়াকে সঙ্গে নিয়ে গোকুলের বাড়িতে যায় অজিত সিং মুড়া। ওই কিশোর ও তার বাড়ির লোকজনদের কাছে মুরগির ক্ষতিপূরণ দাবি করে অজিত। কিন্তু গোকুল জানায় সে, মুরগি চুরি করেনি। তাই নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে সামান্য বচসা হয়। এর পরই গোকুলকে হাত-পা বেঁধে অজিত লালসাই ও সুরেন লঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করতে থাকে বলে অভিযোগ। কিশোরের বিধবা মা ছেলেকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলেও মারমুখী ওই তিনব্যক্তির কাছে পেরে ওঠেননি। মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে থাকে কিশোরের। একসময় সে ঝিমিয়ে পড়লে অবস্থা বেগতিক বুঝে অজিতরা পালিয়ে যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই কিশোরকে চিকিৎসার জন্য বাঘমুন্ডির পাথরডি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা গোকুলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মর্মান্তিক খুনের ঘটনার খবর পেয়ে এই থানারই পগরডি গ্রামের শ্বশুরবাড়ি থেকে ছুটে আসেন মৃত কিশোরের দিদি চামেলী সিং মুড়া। তাঁরও অভিযোগ থানায় অজিত লালসাই ও সুরেন সিং মুড়ার বিরুদ্ধে ভাইকে খুনের অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতেই গ্রামেরই দুই ব্যক্তি লালসাই সিং মুড়া ও সুরেন মুড়াকে সঙ্গে নিয়ে গোকুলের বাড়িতে যায় অজিত সিং মুড়া। ওই কিশোর ও তার বাড়ির লোকজনদের কাছে মুরগির ক্ষতিপূরণ দাবি করে অজিত। কিন্তু গোকুল জানায় সে, মুরগি চুরি করেনি। তাই নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে সামান্য বচসা হয়। এর পরই গোকুলকে হাত-পা বেঁধে অজিত লালসাই ও সুরেন লঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করতে থাকে বলে তোলা হলে বিচারক তাকে তিনদিনের পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন। অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চেয়েছেন গ্রামবাসীরা।

ভর্তি প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির অভিযোগে কলেজে উত্তেজনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির অভিযোগকে ঘিরে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদের জেরে পুরুলিয়া রঘুনাথপুর কলেজে উত্তেজনা ছড়ায়। টিএমসিপি-র একটি পক্ষের অভিযোগ অনলাইনে ছাত্র-ছাত্রীরা এই কলেজে ভর্তি হতে চেয়ে আবেদন করলেও, ভর্তির সময় কাউন্সিলিং-এ নিয়ম মানা হচ্ছে না। অভিযোগ, কম নম্বর পাওয়া বহু ছাত্রকে নিয়ম বর্হিভূতভাবে ভর্তি করার জন্য সাহায্য করেছে কলেজের ছাত্র সংসদের ক্ষমতাসীন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বেশ কয়েকজন সদস্য। ফলে বেশী নম্বর পাওয়া আবেদনকারী ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছে ছাত্র সংসদ। এ বিষয়ে কলেজের অধ্যক্ষ ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় বলেন, নিয়ম মেনেই কলেজে ভর্তি নেওয়া হচ্ছে। তবে সে ব্যাপারে কোন ধরনের অভিযোগ তাঁর কাছে লিখিতভাবে জানানো হলে তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

পুরুলিয়ায় ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু ঃ রহস্য দানা বেঁধেছে এলাকায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক গৃহবধূ। শুক্রবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের পুরুলিয়া-মুড়ি শাখার ঝালদা স্টেশনের কাছে। রেল পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতা ওই বধূর নাম প্রিয়াঙ্কা ওরফে সুইটি বিটি (২৬) পুরুলিয়ার ঝালদা শহরের আনন্দবাজারে তাঁর শ্বশুরবাড়ি। তাঁর বাপের বাড়ি ঝাড়খন্ড রাজ্যের বোকারো জেলার বমিয়া থানা সারাম এলাকায়। এদিন বিকালে ট্রেনে বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়িতে ফেরেন তিনি। কিছুক্ষণ পরেই তিনি তাঁর নাবালক সন্তানকে শ্বশুরবাড়িতে রেখে বাইরে বেরিয়ে যান। ঘন্টাখানেক পরে রেললাইনের কিছুদূরে ওই বধূর মৃতদেহ পড়ে থাকার খবর পান শ্বশুরবাড়ির লোকজন। রেলপুলিশের অনুমান লাইন পারাপার করতে গিয়ে হয়তো ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে ওই মহিলার। অন্যদিকে স্থানীয়দের বক্তব্য, ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন ওই গৃহবধূ। ঘটনাটি নিয়ে শুরু হয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত। মৃতদেহটি উদ্ধার করে শনিবার ময়নাতদন্তের জন্য পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুরুলিয়া জিআরপি থানার পুলিশ।

বজ্রপাতে মৃত্যু স্বামী ও স্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল স্বামী ও স্ত্রীর। পুরুলিয়ার নিতুড়িয়া থানা এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃতরা হল শ্রীনাথ সাউ (৬৫) ও গীতা সাউ (৫০)। এই থানার হিরাধুন গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন তাঁরা। শুক্রবার বিকালে বাড়ির অদূরে সব্জিক্ষেতে চাষের কাজ করার সময় বাজ পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান ওই দম্পতি।

যাত্রী পরিবহণ নিয়ে সংঘাত বাড়ছে বাঁকুড়ায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ টোটো, অটো, জিও, ট্রেকার ও রিকশাচালকদের মধ্যে যাত্রী পরিবহণ নিয়ে সংঘাত অবশ্যই বাড়ছে। এই বেড়ে চলা সংঘাত নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। এমনটাই মনে করছেন এই চার পরিবহণ মাধ্যমের চালকেরা। অটোচালকদের অভিযোগ, টোটোগুলি শহরের প্রতিটি রাস্তায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। যেখানে খুশি দাঁড়িয়ে যাত্রী তোলা-নামানো করছে। অথচ তাঁরা রুট পারমিট নিয়ে নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়ে যাত্রী পরিবহণ করছেন। প্রচুর সংখ্যায় টোটো হয়ে যাওয়ায় তাঁরা আগের মত আর যাত্রী পাচ্ছেন না। ফলে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন তাঁরা। টোটোদের নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। তাঁরা সরকার নির্ধারিত রাস্তা মেনে চলছে না। অন্যদিকে টোটো চালকদের অভিযোগ, তাঁরা বেকার যুবক। ঋণ করে টোটো কিনে চালাচ্ছেন সংসারের খরচ মেটাতে। অটো, জিও, ট্রেকার এমনকি রিকশা চালকেরাও তাঁদের আক্রমণ করছে। শুক্রবার ফের একাধিক টোটো চালককে অটো চালকেরা মারধর করেছে বলেও তাঁরা থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, এরকম চলতে থাকলে তাঁরা আন্দোলনে নামবেন। অটোচালকদের বক্তব্য, টোটোগুলি নির্দিষ্ট রাস্তা ও স্টপেজে মেনে না চললে তাঁরা আন্দোলনে নামবে। টোটো চালকদের নির্দিষ্ট রাস্তা মেনে চলার দাবি তুলে বৃহস্পতিবার বাঁকুড়া সদর মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের সামনে অনশন করেন এস ইউ সি আই-এর বাঁকুড়া শহর রিকশাচালক ইউনিয়নের সদস্যরা। এই সংগঠনের সহ সভাপতি সুজিত রায় বলেন, সরকার নির্ধারিত ১৫টি রুটে টোটো যাত্রী পরিবহণ করুক তাতে তাঁদের আপত্তি নেই। কিন্তু টোটোরা শহরে সবরাস্তার দখল নিয়েছে। টোটোগুলি প্রশাসনের নির্দেশ না মেনে চললে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন। জিও ও ট্রেকার চালকদের একই বক্তব্য, টোটোগুলি নিয়ম মেনে চলাচল করুক। তারা যেমন খুশি চলবে এবং যত্রতত্র যাত্রী তোলা ও নামানো করবে এটা মেনে নেওয়া যায় না।

ইন্দাসে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার সিভিক ভলেন্টিয়ার

নিজস্ব সংবাদদাতা, ইন্দাস ঃ সারা রাজ্যে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের দৌরাত্ম্য দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। তাদের কর্মকান্ডের কাহিনী প্রায় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে। এমন এক ঘটনায় সিভিক ভলেন্টিয়ারের কর্মকান্ড দেখা গেল বাঁকুড়ার ইন্দাসে। যেটা নিয়ে এলাকায় বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আতঙ্কিত গোটা ইন্দাস। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এক নাবালিকা ছাত্রীকে ধর্ষণ ও ব্ল্যাকমেল করার অভিযোগে অভিযুক্ত হল বাঁকুড়ার ইন্দাস থানায় কর্মরত সেখ সাবির আলি নামক এক সিভিক ভলেন্টিয়ার। তার বাড়ি ইন্দাস ব্লকের রোল গ্রাম পঞ্চায়েতের ফাটিকা গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সেখ সাবির আলি ফাটিকা গ্রামেরই একটি পরিবারে গৃহশিক্ষকতা করত এবং সিভিক ভলেন্টিয়ার পদে ইন্দাস থানায় কর্মরত ছিল। এক নবম শ্রেণির ছাত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। শিক্ষকতা করতে গিয়ে সাবির সেই নাবালিকা ছাত্রীটিকে একাধিকবার ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠেছে। শুধু তাই নয়, আরও অভিযোগ, সাবির ওই নাবালিকার বেশ কয়েকটি আপত্তিজনক ছবি ও ভিডিও ফুটেজ রেকর্ড করে রেখেছিল। সে নাবালিকা ছাত্রীকে প্রায়ই তা দেখিয়ে ব্লকমেল দিয়ে টাকা আদায় করত। ওই নাবালিকা সেই ভয়ে সাবিরকে কয়েকবার টাকা দিতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু সাবিরের কাল হল এবারের সে নাবালিকার কাছে ৫০,০০০ টাকা দাবি করে। কিন্তু নাবালিকা এত টাকা কোথায় পাবে তা নিয়ে বেশ চিন্তায় পড়ে। অবশেষে নাবালিকার কাছ থেকে দাবিমতো টাকা না পাওয়ায় সাবির আলি তখন ওই নাবালিকার আপত্তিকর ছবি ও ভিডিও ফুটেজগুলি ইন্টারনেটে ছেড়ে দেয় বলে জানা গেছে। তা দেখে এলাকায় বেশ চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়। অবশেষে ৯ আগস্ট বুধবার নাবালিকার বাবা ইন্দাস থানায় সেখ সাবির আলির বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ জানান। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ইন্দাস থানার পুলিশ অভিযুক্ত ভিলেন্টিয়ার সেখ সাবির আলিকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হন। ১০ আগস্ট বৃহস্পতিবার সেখ সাবির আলিকে বিষ্ণুপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক সাবিরকে ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। বাঁকুড়া জেলা পুলিশ সুপার সুখেন্দু হীরা জানান, নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগে ইন্দাসে এক সিভিক ভলেন্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিকে স্থানীয় মানুষদের অভিমত, একজন সিভিক ভলেন্টিয়ার ও গৃহশিক্ষক যদি এধরনের জঘন্য কাজ করে থাকে, তাহলে মানুষ কাদের ওপর ভরসা রাখবে। এনিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

তৃণমূলের গোষ্ঠীসংঘর্ষে জখম ৬

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দের জেরে শুক্রবার রাতে জয়পুরের বনপদুয়া গ্রামে দু'পক্ষের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে দু'পক্ষের মোট ৬ জন জখম হয়েছে। তাদের মধ্যে একজনের হাত ও পা ভেঙে যাওয়ায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জখম ওই ব্যক্তির নাম সবুর আলি খাঁ। তার বাড়ি স্থানীয় হরিণাগুলি গ্রামে। বাকিদেরকে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা করানো হয়েছে। এলাকায় প্রভাব খাটানোকে কেন্দ্র করে বেতল এলাকার বনপদুয়ায় ওইদিন একটি চায়ের দোকানের সামনে শাসকদলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বচসা হয়। পরে তা নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। জয়পুরের ওসি শুভাশীষ হালদার বলেন, বনপদুয়া গ্রামে দু'পক্ষের মধ্যে মারপিটের একটি ঘটনা ঘটেছে। এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ঘটনায় কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। তৃণমূল কংগ্রেসের জয়পুর ব্লক সভাপতি স্বপন কোলে বলেন, বনপদুয়ায় দু'পক্ষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির জেরে ঝামেলা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে দলে আলোচনা করা হবে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জয়পুরে শাসকদলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ দীর্ঘদিনের। তার মধ্যে বৈতল এলাকায় দলের ব্লক যুব সভাপতি বাবর আলি কোটাল ও স্থানীয় অপর এক নেতা জাকির খাঁ-এর অনুগামীদের মধ্যে একাধিকবার সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এমনকী রাজনৈতিক গন্ডগোলের জেরে এলাকায় পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক কাজও থমকে গিয়েছে। শুক্রবার বনপদুয়া গ্রামে একটি চায়ের দোকানে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা বাঁধে। পরে একে অপরকে লাঠিসোঁটা নিয়ে আক্রমণ করলে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। ঘটনায় মোট চারজন জখম হন। তাদের মধ্যে একজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ ফের সমবায় সমিতির ক্ষমতা নিজেদের দখলে রাখল শাসকদল তৃণমূল। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর-১ ব্লকে মেটাল সিহড় সমবায় সমিতির মোট ৬টি আসনের সবগুলিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়ে পুনরায় বোর্ড গঠন করল তৃণমূল। এই তথ্য জানিয়ে পুরুলিয়া জেলা পরিষদের মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ কর্মাধ্যক্ষ হাজারী বাউরি বলেন, এই বোর্ডের সম্পাদক হয়েছেন নারায়ণ বাউড়ি।

ইন্টারসিটির নতুন তিনটি স্টপেজ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ ধানবাদ-রাঁচি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের তিনটি নতুন স্টপেজ দেওয়ার কথা ঘোষণা করল। দক্ষিণ পূর্ব রেলের আদ্রা ডিভিশনাল রেলওয়ে ইউজার্স কন্সালেটিভ কমিটির এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। আদ্রা ডিভিশনের ডিআরএম শরদ কুমার শ্রীবাস্তব জানান, এই ডিভিশনের জয়চন্ডী পাহাড়, মুহুদা এবং ভজুড়ি এই তিনটি স্টেশনে খুব শ্রীঘ্রই ধানবাদ-রাঁচি এক্সপ্রেস ট্রেননটি স্টপেজ দেওয়া শুরু করবে। তিনি আরও বলেন, ওই তিনটি স্টেশনের গুরুত্ব বুঝে অনেকদিন ধরেই ট্রেনটিকে স্টপেজ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। এই সমস্ত লাইনে যাতায়াতকারী রেলযাত্রীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এই স্টেশনগুলিতে ইন্টারসিটি-র স্টপেজ।

মুকুটমণিপুর সাজছে পর্যটকদের মন কাড়তে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ মুকুটমণিপুরকে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে পর্যটকদের জন্য। কংসাবতী জলাধারের পাড় আলো দিয়ে সাজানো হচ্ছে। জলাধারের পাড়ে পর্যটকদের বেড়ানোর জন্য নতুন ই-রিকশা আনা হচ্ছে। ছুটি করে দেওয়া হচ্ছে এতদিন ধরে পর্যটক বহন করে আসা পুরানো মোটর লাগানো রিকশাভ্যান বা ভুটভুটিগুলিকে। পর্যটকদের স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা এবং পর্যটন কেন্দ্রের বায়ুদূষণের কথা ভেবেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মুকুটমণিপুরে বেড়াতে এসে আবর্জনার জন্য অস্বস্তিতে পড়তেন পর্যটকেরা। পিকনিক পার্টি ও পর্যটকদের ফেলে যাওয়া আবর্জনায় জলাধার সংলগ্ন এলাকা ভরে থাকত। এই সমস্যা এড়াতে মুকুটমণিপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটির পক্ষ থেকে সেখানে প্লাস্টিক ও থার্মোকলের থালা, বাটি, গ্লাস সহ সবরকম সামগ্রীর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই সংস্থার সদস্য সচিব তথা খাতড়ার মহকুমাশাসক তনয় দেব সরকার একথা জানিয়ে বলেন, যে ক্লিন ও গ্রীন মুকুটমণিপুর গড়ে তুলতে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মুকুটমণিপুরেই স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা শালপাতার থালা, বাটি ও গ্লাস তৈরী করবেন এবং ব্যাটারীচালিত গাড়িতে করে সেগুলি পর্যটকদের কাছে পৌঁছে দেবে। এটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা। পর্যটকেরা এতে খুশি হবেন বলে তনয় বাবুর ধারণা। এজন্য ৬ কোটি ৬৩ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। মুকুটমণিপুরে একটা বড় আকর্ষণ জলাধারে নৌকাভ্রমণ। এটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে নৌকাগুলিকে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। বোটিং কাউন্টার ও লাইফ জ্যাকেটের ব্যবস্থা করা হবে। গোয়ার ধাঁচে জলভ্রমণের সময় আদিবাসী গান, নাচ, ঝুমুর বাউল ইত্যাদি লোকসংস্কৃতির উপভোগের ব্যবস্থা করার ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে। পর্যটকদের নিরাপত্তাটি খতিয়ে দেখেই ব্যবস্থা করা হবে, বলে সদস্য সচিব জানান। পর্যটকরা মুকুটমণিপুর সংলগ্ন আলিপুর বোমা মামলাখ্যাত অম্বিকানগর, সুতান, তালবেড়িয়া, ড্যাম, বিপ্লবীদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ শিবির হিসাবে খ্যাত ছেদ্দাপাথর ঘুরে দেখতে পারবেন। এজন্য প্যাকেজ ট্যুরের ভাবনাচিন্তা রয়েছে। পর্যটকেরা যাতে সহজে ও স্বচ্ছন্দে মুকুটমণিপুরে আসা-যাওয়া করতে পারেন সেজন্য রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার সঙ্গে ফের বাস যোগাযোগের কথা ভাবা হচ্ছে। একটি বাসস্ট্যান্ড গড়ে তোলার ভাবনা চিন্তা চলছে। এপ্রেক্ষিতে উল্লেখ, গত ডিসেম্বরে মুকুটমণিপুরে প্রশাসনিক সভা করতে এসে জেলাশাসককে সভাপতি এবং খাতড়ার মহকুমাশাসককে সদস্য সচিব করে ১৩ জনের এক উন্নয়ন কমিটি গড়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রথম ধাপের উন্নয়নের জন্য ৫ কোটি টাকা বরাদ্দও করা হয়েছে। সেই টাকাতেই সাজানোরর কাজ শুরু হয়েছে। এপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, এশিয়ার বৃহত্তম মাটি দিয়ে তৈরী বাঁধ হল মুকুটমণিপুর। বাঁধটি ৮৫ বর্গ কিমি এলাকাজুড়ে রয়েছে। অন্যদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, বেহাল যোগাযোগের ব্যবস্থার জন্যই মুকুটমণিপুরে পর্যটকদের ঢল নামছে না। তাঁদের বক্তব্য, একসময় দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার বাস মুকুটমণিপুর থেকে ভোর ৫.১৫, দুপুর ১২.৪০, ২.৪০ মিনিটে দুর্গাপুর যেত এবং দুর্গাপুর থেকে মুকুটমণিপুর ১০.৪০, ১.১৫ ও ৬.৩০ মিনিটে আসত। সিউড়ি থেকে একটি বাস ৯.৩০ মিনিটে মুকুটমণিপুর আসত এবং পরদিন সকাল ৮টায় ফিরে যেত। কলকাতা থেকেও তিনটি বাস চলাচল করত। বান্দোয়ান-কলকাতা ভায়া মুকুটমণিপুর চলাচল করত। এজন্য পর্যটকেরা সহজে মুকুটমণিপুরে আসতে পারতেন। এই বাসগুলি ফের চালু প্রয়োজন। ছোট বড় পাহাড়, নদী দিগন্ত বিস্তৃত জলাধার ও গভীর বনজঙ্গল, খাদসহ প্রাকৃতিক সম্পদের মিলন ক্ষেত্র মুকুটমণিপুর পর্যটকদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। মুকুটমণিপুর সংলগ্ন এলাকায় আদিবাসী, ভূমিজ ও জনজাতি অধ্যুষিত। তাঁদের গ্রাম, নাচ ও গান, জীবন-যাপন, কৃষি ও সংস্কৃতি এবং কুটিরশিল্পের আলাদা একটা আকর্ষণ রয়েছে। এগুলিও পর্যটকদের আকর্ষণ করে। এই জনজাতি পর্যটন বা এমনকী বিষয়টিকেও মুকুটমণিপুর পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত করা দরকার। জঙ্গলমহলে শিল্প নেই এবং তার সম্ভাবনাও নেই। তাই এই আদিবাসী ও জনজাতিদের যুক্ত করলে তাঁদের সার্বিক উন্নয়ন ঘটবে। তাঁরা আন্তরিকভাবে যুক্ত হবে। ইউনাইটেড নেশনস্ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট বা ইউ এন ডি পি- এনিয়ে আগ্রহীও ছিল। মুকুটমণিপুর মেলা এজনাই এতটা জনপ্রিয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, মুকুটমণিপুরকে সারাবছরের পর্যটন ক্ষেত্র রূপে গড়ে তোলা সম্ভব। বর্ষার সময় কংসাবতী জলাধার থেকে জল ছাড়ার দৃশ্য দেখার মত। এজন্য জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর অনেক পর্যটক আসেন। তাঁদের বক্তব্য, জলাধার সংলগ্ন বনপুরুরিয়া মুগ উদ্যানকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা, পরেশনাথ পাহাড় থেকে জলাধারের ওপর রোপওয়ে তৈরী, পাহাড়ে ওঠার ব্যবস্থা, জলাধারে নৌকার ওপর রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি যে সব প্রতিশ্রুতি বিভিন্ন সময় দেওয়া হয়েছে সেগুলি গড়ে তোলা হলে মুকুটমণিপুরের আকর্ষণ বহুগুণ বাড়বে।

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী
MBBS, MD, FIAMS
Regd. No.-54156 (WBMC)
:: রোগী দেখছেন ::
স্পন্দন হেলথ পয়েন্ট-এ
লিংক রোড, আরামবাগ, হুগলি
সময়- সকাল ১০.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।
যোগাযোগ ঃ 9732228783, 9775034533

OUR SPECIALITY
সুচিকিৎসাই আসলকথা...
APEXX
আরামবাগ অ্যাপেক্স ডায়াগনস্টিক এণ্ড হেল্থ কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড
১। ডায়াগনস্টিক বিভাগ
২। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুর চেম্বার
৩। ঔষধ দোকান
৪। শল্য চিকিৎসা বিভাগ
৫। জরুরী চিকিৎসা বিভাগ
৬। নার্সিং হোম
পি.সি.সেন মার্কেট দ্বিতল, লিঙ্ক রোড, আরামবাগ, হুগলী, পঃবঃ ৭১২৬০১
Ph. 03211-255867/256867
Mob. 9093965838
e-mail :abgapex@gmail.com
abgapexx@rediffmail.com
আরামবাগ